রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ১৫, ১৯৯৬

৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮শে মাঘ, ১৪০২ বাং/১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ ইং

এস, আর, ও, নং ২৭-আইন/৯৬।—Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (LVIII of 1986) এর section 34 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Rajshahi Krishi Unnayan Bank এর Board of Directors, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথাঃ—

উপরি-উক্ত প্রবিধানমালার (ক) প্রস্তাবনার পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং উক্ত প্রস্তাবনা সর্বদা প্রতিস্থাপিত ছিল বলিয়া গণ্য হইবে, যথাঃ—"Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (LVIII of 1986) এর section 34 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Rajshahi Krishi Unnayan Bank এর Board of Directors সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান সকল প্রবিধানমালা বাতিলপূর্বক নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—"

(খ) প্রবিধান ৩৮ এর—(১) উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর, অথবা

মূল্যঃ টাকা ২.০০

নির্ধারিত সময়ে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শুনানীর দেওয়ার পর তাহার পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারিবে।"

(২) উপ-প্রবিধান (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পর, কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা, প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।"

(৩) উপ-প্রবিধান (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) অধিকতর তদন্তের আদেশ দেওয়া হইলে, উহার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।"

(৪) উপ-প্রবিধান (৪) বিলুপ্ত হইবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৫) এ উল্লিখিত "প্রবিধান ৩৭" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে "প্রবিধান ৩৫" শব্দ ও সংখ্যা, "দফা (ক) বা (খ)" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "দফা (ক) বা (খ) বা (গ) বা (ঘ)" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং দুইবার উল্লিখিত "উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৪)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে উভয়স্থানে "উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৩)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(গ) প্রবিধান ৩৯ এর—(১) উপ-প্রবিধান (২) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা, বা ক্ষেত্র বিশেষে তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশ দানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কার্য শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪০ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।"

(৩) উপ-প্রবিধান (৫) এ উল্লিখিত "প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৭) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৬) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত যদি কিছু থাকে, বিবেচনাপূর্বক উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।"

(৫) উপ-প্রবিধান (৮) বিলুপ্ত হইবে।

(ঘ) প্রবিধান ৪১ এর উপ-প্রবিধান (২) বিলুপ্ত হইবে।

(ঙ) প্রবিধান ৪৪ এর—(১) উপ-প্রবিধান (২) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "এবং যে আদেশদান করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে ষাটটি কার্যদিবসের মধ্যে সেই আদেশ প্রদান করিবেন" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-প্রবিধান (৩) ও (৪) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনার পর আপীল কর্তৃপক্ষ যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেই আদেশ প্রদান করিবে।"

"(৪) আপীল-দরখাস্তে আপীলের কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দরখাস্তের সহিত প্রাসংগিক কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে।"

বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের আদেশক্রমে,

শহীদুল হক খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।